বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩

তারিখ: ০৪ জুন ২০২৬ / ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

"বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম" গঠন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যের অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। মন্থর অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ নির্ভর অর্থনীতি গঠনের মাধ্যমে দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বন্ধ শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতের সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু পুনরায় চালু করতে সক্ষম এরূপ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আংশিক সচল কিন্তু পূর্ণ উৎপাদনে সক্ষম এরূপ প্রতিষ্ঠানসমুহকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকার একটি প্রাক-অর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত স্কিমের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা নিম্নে দেওয়া হলো:

২। **স্কিমের নাম:** এ স্কিমের নাম হবে **"বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম" (Closed Industry and Service Sector Facilitation Pre-finance Scheme)**।

৩। **স্কিমের পরিমাণ ও উৎস:** ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকা; তফসিলি ব্যাংকসমূহের উদ্বৃত্ত তারল্য।

৪। **স্কিমের উদ্দেশ্য:** বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতের আংশিক/সম্পূর্ণ বন্ধ কিংবা সচল প্রতিষ্ঠান কিন্তু প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে Full capacity-তে উৎপাদন বা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে না এরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের উদ্দেশ্যে এ স্কিম হতে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সুদে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক ঋণ হিসাবে অর্থ প্রদান করবে। প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রাপ্তির যথার্থতা যাচাইপূর্বক যোগ্য ঋণগ্রহীতাগণের অনুকূলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ প্রদান করবে।

৫। **অংশগ্রহণকারী ব্যাংক:** বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক উক্ত প্রাক-অর্থায়ন তহবিল হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রাক-অর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩ এর সাথে একটি অংশগ্রহণকারী চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৬। **স্কিমের ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩ কর্তৃক উক্ত স্কিমটি পরিচালিত হবে। স্কিম হতে তফসিলি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ এবং তার বিপরীতে পরিশোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

৭। **স্কিমের মেয়াদ:** আবর্তনযোগ্য (Revolving) এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

৮। **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

ক) জাতীয় শিল্প নীতি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত বৃহৎ শিল্প খাতের আংশিক বন্ধ কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদনক্ষম কিংবা সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজ রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবে।

তাছাড়া, সচল কিন্তু প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে Full capacity-তে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না এরূপ প্রতিষ্ঠানও এর আওতাভুক্ত হবে;

খ) জাতীয় শিল্প নীতি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত সেবা খাতের আংশিক/সম্পূর্ণ বন্ধ কিংবা সচল প্রতিষ্ঠান কিন্তু প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে Full capacity-তে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে না এরূপ প্রতিষ্ঠান এ স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবে;

গ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তাছাড়া কারিগরি দক্ষতা, অবকাঠামো ও ব্যবসায়িক কৌশল রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো বন্ধ প্রতিষ্ঠানকে সচল করার উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করলে (Take-over) বা ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে চালু করলেও আলোচ্য স্কিমের আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ঘ) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি আংশিক/সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার কিংবা সচল হওয়া সত্ত্বেও Full capacity-তে উৎপাদন করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণসহ উৎপাদনের সক্ষমতা এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের Need Assessment করতে হবে। ঋণ প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা Full capacity-তে উৎপাদন করতে সক্ষম না হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা, বিপণনের ব্যর্থতা, অপর্যাপ্ত ইউটিলিটি সহায়তা, অচল বা পুরোনো প্রযুক্তির ব্যবহারসহ অন্যান্য সনাক্তকৃত কারণসমূহ দূরীকরণ ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে আলোচ্য স্কিমের আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান করা যাবে। তাছাড়া গ্রাহকের সম্ভাব্য ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার বিষয়টিও যাচাই করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ যাচাইয়ের নিমিত্ত ব্যাংক প্রয়োজনে যেকোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করতে পারবে। এ সম্পর্কিত একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করত ঋণ প্রস্তাবের সাথে উপস্থাপন করতে হবে;

ঙ) উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রে উৎপাদনের/সেবা প্রদানের সক্ষমতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের (এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি) প্রত্যয়নপত্র (সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত) দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের এরূপ প্রত্যয়ন না থাকলে অথবা স্বীকৃত কোনো সংগঠনের তালিকাভুক্ত না হলে, ব্যাংক নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এ বিষয়টি যাচাই করতে পারবে;

চ) যে সকল গ্রাহক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কোনো পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন অথবা অনুরূপ কোনো স্কিম/তহবিল হতে ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছেন সে সকল গ্রাহকের ঋণ চাহিদা ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে পর্যালোচনা ব্যতীত এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে না;

ছ) সিআইবি-তে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত ঋণগ্রহীতাগণ আলোচ্য স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

জ) আলোচ্য স্কিমের আওতায় ঋণ প্রত্যাশী গ্রাহক ইতোপূর্বে অর্থপাচার, জাল-জালিয়াতি, ফান্ড ডাইভার্শন অথবা ঋণের অর্থ অপব্যবহার করেনি মর্মে ব্যাংক-কে নিশ্চিত হতে হবে।

৯। **ঋণের ব্যবহার:**

ক) ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ইউটিলিটি বিল, উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ, রপ্তানি অর্ডার বাস্তবায়ন, বিবিধ উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এ স্কিম হতে ঋণ প্রদান করা যাবে;

খ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ হতে শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন/ভাতা বাবদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারবে;

গ) শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন/ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে (Mobile Financial System-MFS হিসাবসহ) সরাসরি অর্থ প্রদান করবে। কোনো প্রকার নগদ (Cash) লেনদেন করা যাবে না এবং শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব (MFS হিসাবসহ) ব্যতীত অন্য কোনভাবে লেনদেন করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (National Identification Number-NID) ব্যাংকগুলো বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণপূর্বক পরীক্ষা করবে। বেতন/ভাতা বাবদ মাসিক চাহিদা নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক যাচাইপূর্বক বেতন/ভাতা

পরিশোধের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে। কোনো শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব বা MFS হিসাব না থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সকল শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব বা MFS হিসাব খোলা নিশ্চিত করতে হবে। তবে কোন শ্রমিক-কর্মচারী ব্যাংক হিসাব খুলতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শ্রমিক-কর্মচারীর NID এর উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম জমা ব্যতিরেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ হিসাব খোলার ব্যবস্থা করবে। এরূপ হিসাব খোলার জন্য ব্যাংক কর্তৃক কোনো চার্জ আরোপ করা যাবে না;

ঘ) ঋণগ্রহীতা যে ব্যাংক হতে প্রকল্প ঋণ গ্রহণ করছেন সে ব্যাংক হতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রাহকের Escrow Account অথবা Revenue Account (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) এর মাধ্যমে এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের লেনদেন সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রকল্পের আয় হিসাব খোলার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

ঙ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না;

চ) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান করা হবে সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি অথবা প্রয়োজনে যেকোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যাংক নিয়োজিত করতে পারবে। উক্ত তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে এ বিষয়ে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

১০। **ঋণ সীমা ও মেয়াদ:**

ক) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণের প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ নীতিমালা জারির ৩০ দিনের মধ্যে স্কিমের আওতায় প্রাথমিকভাবে ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চাহিদা স্কিম পরিচালনাকারী বিভাগের নিকট প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে উক্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত সীমার আওতায় ঋণ বিতরণ করতে হবে;

খ) আলোচ্য স্কিম হতে যোগ্য সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে কোনো একক প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত মূল ঋণের স্থিতি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (at a single point of time) ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা অতিক্রম করা যাবে না। গ্রুপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ: ১৬ জানুয়ারি ২০২২ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের অনুকূলে ২০০ কোটির অধিক মূল ঋণ নেওয়া হয়নি মর্মে গ্রাহকের নিকট হতে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে হবে;

গ) এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ একটি চলমান ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর। তবে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে স্কিমের আওতায় তহবিলের Availability থাকা সাপেক্ষে বিদ্যমান ঋণগ্রহীতার অনুকূলে আলোচ্য সুবিধা নবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করা যাবে। তবে ব্যাংক তাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতেও উক্ত ঋণ নিজস্ব অর্থায়নে নবায়ন করতে পারবে।

১১। **ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার:** ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত প্রাক-অর্থায়ন স্কিমের বিপরীতে ৪% হারে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সুদ প্রদান করতে হবে, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ভিত্তিক) আরোপিত হবে। এক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপ হলেও ঋণ প্রদানের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক তথা ছয় মাস পর হতে সুদ প্রদান শুরু করতে হবে।

১২। **গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার ও অন্যান্য চার্জেস:**

ক) স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার হবে সর্বোচ্চ ৭%। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপ হলেও ঋণ প্রদানের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক তথা ছয় মাস পর হতে সুদ আদায় শুরু করতে হবে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

১৩। **প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতিঃ**

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ঋণ মঞ্জুরকরত গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক) পরিচালক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর ঋণ মঞ্জুরের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। তবে কোনো কারণে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে প্রাক-অর্থায়নের আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক তৎপরবর্তী আরও ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাবে;

খ) আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত দলিল/তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

১) ঋণ মঞ্জুরীপত্র (পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও পর্ষদ মেমো এর কপিসহ);

২) সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;

৩) অনুচ্ছেদ ৮(ঘ) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন;

৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের (এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি) প্রত্যয়নপত্র (যদি থাকে);

৫) একক প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের অনুকূলে ২০০ কোটির অধিক মূল ঋণ নেওয়া হয়নি মর্মে গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত ঘোষণাপত্র;

৬) প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট); এবং

৭) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় যাচিত অন্যান্য যেকোনো কাগজপত্রাদি।

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় ঋণ প্রাক-অর্থায়নের জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত না হলে বিতরণকৃত ঋণ ব্যাংক তাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারবে;

ঘ) প্রাক-অর্থায়নের আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সংযোজনীসমূহ অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। তবে, প্রথমবার মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক একটি অথরাইজেশন লেটার প্রেরণ করতে হবে।

১৪। **আদায় ও তদারকিঃ**

ক) প্রাক-অর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ/মুনাফা প্রতি ত্রৈমাস অন্তে (প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকের) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করতে হবে;

খ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়/সমন্বয় হলে অথবা নবায়নের আবেদন করা না হলে অথবা ১(এক) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে (যেটি আগে ঘটে) সর্বশেষ ত্রৈমাসিকের সুদসহ ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে;

গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ প্রাক-অর্থায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে আদায়/সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে যে সময়ের জন্য ব্যর্থ হবে উক্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত ২% সুদ প্রদেয় হবে;

ঘ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বহন করতে হবে;

ঙ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

চ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

ছ) আলোচ্য প্রাক-অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের Sales/Revenue Report গ্রাহকের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;

জ) স্কিমের আওতায় সুবিধা গ্রহণকারী ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যেকোনো সময় সরেজমিনে যাচাই করা হতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা হতে ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বশর্ত হিসেবে সরেজমিনে পরিদর্শনের বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইয়ের নিমিত্ত স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজপত্রাদি ব্যাংক শাখায় পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

ঝ) স্কিমের মেয়াদকালে বা পরবর্তীতে যেকোনো সময় বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন/নিরীক্ষায় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদঘাটিত হলে প্রাক-অর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত হার+২% হার সুদে এককালীন কর্তন করা হবে।

১৫। **রিপোর্টিং/প্রতিবেদন দাখিল:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছক (সংযোজনী-খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে স্কিম পরিচালনাকারী বিভাগে দাখিল করতে হবে। প্রাক-অর্থায়ন ঋণ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি/বিবরণী নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক দাখিল করা না হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬। **অন্যান্য নির্দেশনা:**

ক) ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকির বিষয় ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

খ) ঋণঝুঁকি হ্রাসকল্পে ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহজামানত দ্বারা আবৃত করতে পারবে;

গ) এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান বিধি-বিধান যথারীতি প্রযোজ্য হবে;

ঘ) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠানের অবলোপনকৃত কোনো ঋণ থাকলে তা স্থিতিপত্রের বাইরে রেখে ঋণ পুনঃতফসিল বা নীতি সহায়তা সংক্রান্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সুবিধা প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা খেলাপী হিসেবে গণ্য হবে না এবং উক্ত ঋণ হিসাবসমূহ এসএমএ (সিআইবি-তে SMAW) হিসেবে শ্রেণিকৃত থাকবে। তবে নির্ধারিত পরিশোধসূচী অনুযায়ী ৬টি মাসিক বা ২ টি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত ঋণ হিসাবসমূহ পুনরায় মন্দ ও ক্ষতিজনক (সিআইবি-তে BLW) হিসেবে শ্রেণিকৃত হবে;

ঙ) আলোচ্য স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখা ঋণ গ্রহীতা ও তফসিলি ব্যাংকসমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা/স্বীকৃতি প্রদান করা হবে;

চ) আলোচ্য স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের অপব্যবহার করা হলে অথবা ভুল, মিথ্যা তথ্য, জাল-জালিয়াতি, অনিয়ম ইত্যাদির মাধ্যমে ঋণ গৃহীত হলে অথবা ঋণ খেলাপী হলে উক্ত ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ঋণের আদায় সংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের তথ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নিকট ব্যাংক প্রেরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের বিদ্যমান আইন/বিধির আওতায় যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অনিয়মের সাথে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত থাকলে ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭। ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে।

১৮। এ সার্কুলারে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশনা সময় সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৯। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হল, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)
পরিচালক (বিআরপিডি-১)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

সংযোজনী 'ক'

সূত্র নং:---------- তারিখ: ----------

বরাবর
পরিচালক(বিআরপিডি-৩)
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়

বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রসঙ্গে

বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩/২০২৬ এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নোক্ত গ্রাহক/গ্রাহকগণের অনুকূলে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছি:

ক) যাচিত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রম	গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নাম	বৃহৎ শিল্প/ সেবা খাত	সম্পূর্ণ বন্ধ/ আংশিক বন্ধ/ সচল	উৎপাদিত পণ্য/ প্রদত্ত সেবার নাম	বিদ্যমান ঋণ সীমা/ ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	স্কিমের আওতায় বিতরণের জন্যযাচিত মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা (টাকায়)	পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদনের তারিখ ও সভার ক্রম	গ্রাহক প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপের অনুকূলে এ স্কিমের আওতায় ইতোমধ্যে বিতরণকৃত মূল ঋণের স্থিতি (টাকায়)	গ্রাহকের Escrow Account অথবা Revenue Account সংক্রান্ত তথ্য	গৃহীত/ গৃহীতব্য জামান তের বিবরণ (প্রয়োজনে সংযুক্তি আকারে)	কর্মরত শ্রমিক/ কর্মচারীর সংখ্যা	সম্ভাব্য নতুন কর্ম-সংস্থান (জন হিসেবে)

খ) গ্রাহক/গ্রাহকগণের বিদ্যমান ঋণ সংক্রান্ত তথ্য (প্রয়োজনে আবেদনের সাথে গ্রাহকওয়ারি সংযুক্তি আকারে প্রদান করা যাবে):

ক্রম	গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ সীমা	ঋণ স্থিতি	বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কোনো পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন বা অনুরূপ কোনো স্কিম/তহবিল হতে অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্ত হলে তার তথ্য	শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত তথ্য	খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)

২। এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আলোচ্য ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩/২০২৬ এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী প্রাক-অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য এবং এ বিষয়ে কোনো মিথ্যা বা ভুল তথ্য/বিবৃতির জন্য আমরা দায়ী থাকবো।

৩। এক্ষণে, উল্লিখিত গ্রাহকগণকে অর্থায়নের নিমিত্ত মোট (অংকে)---------- (কথায়--------) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত এ ব্যাংকের হিসাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আলোচ্য গ্রাহকগণের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ------ ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক যথাসময়ে অর্জিত সুদ/ঋণের অর্থ সমন্বয় করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা সমন্বয় করতে পারবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর: স্বাক্ষর:

নাম: নাম:

পদবী: পদবী:

ব্যাংকের নাম: ব্যাংকের নাম:

মোবাইল নং: মোবাইল নং:

ইমেইল: ইমেইল:

সংযোজনী 'খ'

"বন্ধ শিল্প ও সেবাখাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম"সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী

ব্যাংকের নাম:

ক) বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩/২০২৬ এর আওতায় প্রদত্ত প্রাক-অর্থায়ন সম্পর্কিত পুঞ্জিভূত তথ্য:

প্রাক-অর্থায়ন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			প্রদত্ত প্রাক-অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)			সৃষ্ট কর্মসংস্থান		
বৃহৎ শিল্প	সেবা খাত	মোট	বৃহৎ শিল্প	সেবাখাত	মোট	বৃহৎ শিল্প	সেবা খাত	মোট

খ) প্রাক-অর্থায়ন সম্পর্কিত গ্রাহকওয়ারি তথ্য:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর	প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN):	প্রতিষ্ঠানের BIN	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বৃহৎশিল্প/ সেবা) সাব সেক্টরসহ	উৎপাদিত পণ্য/ সেবার নাম	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ	বিতরণকৃত ঋণ সীমা	ঋণ স্থিতি	রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাক-অর্থায়ন প্রাপ্তির পর মোট রপ্তানীর পরিমাণ	কর্মরত শ্রমিক/ কর্মচারীর সংখ্যা	নতুন সৃষ্ট কর্মসংস্থান	প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যাংকের প্রতিনিধি/ পর্যবেক্ষক সংক্রান্ত তথ্য

তথ্য প্রেরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য (অফিসিয়াল সিলসহ)

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

মোবাইল নং